আন-নাবা
সংখ্যা ৫৩৮ | সতেরোতম বছর | বৃহস্পতিবার, ২৩ রমাদান, ১৪৪৭ হিজরি

সংখ্যা ৫৩৮

কেন্দ্রীয় মিডিয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

রমাদানের ঘাঁটি ধ্বংসের অভিযান

একাধিক সমন্বিত হামলায় কয়েক ডজন নাইজেরিয়ান সৈন্য হতাহত, ৫৫ টিরও বেশি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ

রমাদানের ঘাঁটি ধ্বংসের অভিযানের অংশ হিসেবে খিলাফাহর সৈনিকদের পরিচালিত সমন্বিত এবং যুগপত আক্রমণের শিকার হয়ে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনী অগ্নিগর্ভ একটি সপ্তাহ পার করলো। টানা কয়েক দিন ধরে বোর্নো এবং ইয়োবে অঞ্চলের সেনা ক্যাম্পগুলিকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল এই আক্রমণগুলি। যার ফলে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে, যার সংখ্যা কয়েক ডজনে পৌঁছেছে, এর মধ্যে বেশ কিছু অফিসারও রয়েছে। এসব হামলায় পাঁচটি শিবির পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ২৭টি সাঁজোয়া যান সহ ৫৫ টিরও বেশি যানবাহন ধ্বংস করা হয়েছে। মুজাহিদগণ ১১টি ফোর-হুইল ড্রাইভ, ৮০টিরও বেশি মোটরসাইকেল এবং কয়েক ডজন অ্যাসল্ট রাইফেল এবং বিভিন্ন মেশিনগান গনীমাহ লাভ করেন। হামলাগুলোর মধ্যে একটি ইস্তিশহাদি গাড়ি বোমা হামলা ছিল, যা একটি সেনা অবস্থানে আঘাত করে সৈন্যদেরকে লাশগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়, তাদের যানবাহন ধ্বংস করে। এবং সেনাবাহিনীকে হতাশা এবং ব্যর্থতায় লেজ গুটিয়ে পিছিয়ে আসতে বাধ্য করে।

বিস্তারিত, মহান আল্লাহর তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ বৃহস্পতিবার রাতে (১৬ রমাদান) বোর্নো অঞ্চলের কনডুগা শহরের ভেতরে একটি বড় ধরনের আক্রমণ...

৪

পূর্ব কঙ্গোতে দুই হারবি খ্রিষ্টানকে হত্যা ৫

হালাবে মুজাহিদগণের দুইটি পৃথক আক্রমনে আন্তর্জাতিক জোটের অন্তর্ভুক্ত "বিগ্রেড ৯০" এর ৩ সদস্য নিহত ৬

উত্তর-পূর্ব সোমালিয়ায় বিস্ফোরণে পুন্টল্যান্ড বাহিনীর একটি গাড়ি বিকল ৬

দক্ষিণ আল-বারাকায় একটি নিরাপত্তা অভিযানে এক “পিকেকে” সদস্যকে বন্দী পূর্বক হত্যা ৬

আল খাইরে মুজাহিদগণের গুলিতে মুরতাদ সিরিয়ান পুলিশের এক সদস্য নিহত ৭

পশ্চিম পাকিস্তানে খিলাফাহর সৈনিকদের গুলিতে এক রাফেজি নিহত ৭

সম্পাদকীয়
হক্কের দায়ী বনাম জাহান্নামের দায়ী ৩

প্রবন্ধ
লুফে নাও রমাদানের শেষ দশক ৭

নাইজারের পশ্চিমে মুজাহিদদের একটি নতুন এ্যাম্বুশে মুরতাদ নাইজার বাহিনীর ৯ সদস্য নিহত

এই সপ্তাহে উলায়াত সাহেলের খিলাফাহর সৈনিকগণ মুরতাদ নাইজার বাহিনীর কমপক্ষে নয়জনকে হত্যা করেছেন, আরও কয়েকজনকে আহত করেছেন এবং কয়েকটি গাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছেন। এসব ঘটেছে পশ্চিম নাইজারের "তিলাবেরি" অঞ্চলে একটি নতুন এ্যাম্বুশের মাধ্যমে।

বিস্তারিত: আল্লাহ তায়া'লার তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ (জুমাবার ১৭ রমাদান) একটি নিখুঁত এ্যাম্বুশ স্থাপন করেন, যার টার্গেট ছিলো মুরতাদ নাইজার বাহিনীর একটি টহলদল। এ্যাম্বুশটি স্থাপন করা হয় (আইয়ুরো-তিলাবেরি) মহাসড়কে "দিসা" গ্রামের নিকটে। মুজাহিদগন বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাদের আক্রমণ করেন। ফলে কমপক্ষে নয়জন নিহত হয়, বাকিরা আহত হয় ও পালিয়ে যায়।

অতপর মুজাহিদগণ একটি ফোর হুইল ড্রাইভ জ্বালিয়ে দেন, সাথে আরও পাঁচটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেশকিছু বন্দুক ও গোলাবারুদ গনীমাহলব্ধ হয়। মিডিয়া অফিস এ্যাম্বুশের ফলাফলের কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছে। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

দাওয়াহ সেক্টরে, উলায়াত সাহেলের মিডিয়া অফিস একটি শর্ট ভিডিও প্রকাশ করেছে। যা রমাদানের ঈমানী সিরিজ... বিস্তারিত পৃষ্ঠা

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৬

এই পত্রিকাটি আল্লাহর নাম, কুরআনের আয়াত এবং হাদিস সম্বলিত, অনুপযুক্ত স্থানে না রাখা বাঞ্ছনীয়

সামরিক পরিসংখ্যান

দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের হামলার ফলাফল

এক সপ্তাহে (১৪৪৭ হিজরীর ১৬ রমাদান থেকে ২২ রমাদান পর্যন্ত)

উলায়াত ভিত্তিক হতাহতের সংখ্যা

৯০	উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকা
১২	উলায়াত সাহেল
৫	উলায়াত শাম
২	উলায়াত মধ্য আফ্রিকা
১	উলায়াত পাকিস্তান

উলায়াত ভিত্তিক হামলার সংখ্যা

১৮	উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকা
৪	উলায়াত শাম
১	উলায়াত সাহেল
১	উলায়াত মধ্য আফ্রিকা
১	উলায়াত পাকিস্তান
১	উলায়াত সোমালিয়া

উলায়াত শামে অঞ্চলভিত্তিক হামলার সংখ্যা

আল-বারাকাহ	আল-খাইর	হালাব
১	১	২

নাবা ইনফোগ্রাফিক
রমাদান, ১৪৪৭ হিঃ

হক্কের দায়ী বনাম জাহান্নামের দায়ী

আমাদের চারপাশের গতিশীল ঘটনাপ্রবাহ আবার সাক্ষী দিচ্ছে এবং অকপট স্বীকার করছে যে, দাওলাতুল ইসলাম যে পথ গ্রহণ করেছে তাই সঠিক, তার মৌলিক মানহাজগত ভিত্তি অটুট ও নির্ভেজাল এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের প্রতি, বিভিন্ন ফ্রন্ট ও ময়দানে দাওলাতুল ইসলাম যে দৃঢ় অটল শরয়ী অবস্থানসমূহ গ্রহণ করেছে তাই ছিলো যথার্থ ও নির্ভুল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ তা'আলারই, তিনিই তাওফীক দাতা এবং সঠিক পথের দিশারি।

মুরতাদ জাতীয়তাবাদী দল ও সংগঠনসমূহের ওপর দাওলাতুল ইসলাম যে হুকুম লাগিয়েছিলো এবং যে অবস্থান নিয়েছিলো সেটাই সঠিক ছিলো বলে দৃঢ় প্রমাণ মিলেছে -শামের সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহে। এসব ঘটনাপ্রবাহ শান্ত না হতেই শুরু হয়ে গেলো ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ, যা আবারো নতুন করে প্রমাণ করে দাওলাতুল ইসলামের শরঈ অবস্থানই সঠিক ছিলো আরব উপদ্বীপের সেসব তাগুতপন্থী শাইখদের বিপরীতে -যারা অতীতে ওহির দেশে ক্রুসেডারদের নিরাপত্তা দেয়ার পক্ষে ফতোয়া জারি করেছিলো এবং তাদের জান ও মালের সুরক্ষা দিয়েছিলো! আর হালাল করেছিলো মুজাহিদগণের রক্ত। আজ তারাই ফতোয়া দিচ্ছে এবং ওসিয়ত করছে মুসলিমদের বুকে চেপে বসা ক্রুসেডারদের সামরিক ঘাঁটিগুলো প্রতিরক্ষায় রিবাত ও কিতাল করতে! এ যেন "পেন্টাগন" থেকে জারি হওয়া ফতোয়া, একেবারে আক্ষরিক অর্থেই।

দাওলাতুল ইসলাম বহু আগেই তার শরঈ মিম্বর ও মিডিয়ার মাধ্যমে এসকল তাগুতের শায়েখদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে, দলীল-প্রমাণ সহকারে। তাদেরকে অভ্যন্তরীন দ্বীনের শত্রুদের কাতারে ফেলেছে। তাদের থেকে সতর্ক করেছে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে যে, এরাও তাগুতি সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত, মুরতাদ সৈনিক এবং অস্ত্রধারী সৈনিকেরা যে ক্ষতি করে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করে এই মুখোশধারী সৈনিকগুলো। তখন হুজুগে জনতা হৈচৈ শুরু করে দিয়েছে, আম-খাস সকলেই সমালোচনা করেছে। আমাদেরকে কট্টরপন্থী, তাকফিরী, ও আলেম বিদ্বেষী বলে গালিগালাজ করেছে! আজ আবার আমরা তাদের শোরগোল শুনে জেগে উঠেছি, দেখছি কিছুদিন আগে তারা যাদেরকে বড় আলেম ও মহান দায়ী বলে সম্বোধন করতো এখন তাদেরকেই বিশ্বাসঘাতক বলে গালি দিচ্ছে এবং তাকফির করছে!

তবে এই দুই অবস্থান কখনো এক নয়। যে দৃঢ়মূল হুকুমটি উৎসারিত হয়েছে শরঈ দলীল-প্রমাণের অন্তস্তল থেকে, তা অবশ্যই ভিন্ন সে দ্বিধাবিভক্ত টলমল হুকুম থেকে যা বন্ধক হিসেবে এসেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল ও দলীয় অবস্থান থেকে, যা বিভিন্ন স্বার্থের চক্রে আবদ্ধ এবং শত্রু-মিত্রের পরিবর্তনে পরিবর্তনশীল। তাদের এ আচরণবিধি ও কর্মপন্থা বিবেচনায় তারাই হলো সে খারেজি সম্প্রদায়, যারা তাকফির করে প্রবৃত্তির বশে, রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায়; ঈমান-কুফরের আলোচনায় আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ যেসব উসূল ও মূলনীতি দিয়েছেন তার কোন বাছবিচার করে না।

এপর্যায়ে একটি দিকনির্দেশনা রাখতে চাই, সেসকল তালেবুল ইলম ও মুসলিম যুবকদের উদ্দেশ্যে, যারা দ্বীনের ওপর চলতে চায়। আপনাদের অবশ্যই সেসকল দরবারি আলেম ও তাগুতের পকেটস্থ মাশায়েখদের দারস ও মজলিসে বসা এবং তাদের থেকে ইলম নেয়া বন্ধ করতে হবে, যারা ইরজা ও জিহাদ বিমুখতার বীজ বপন করে। আমাদের দুর্গে যত অনিষ্টের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার অধিকাংশই উঠে এসেছে এধরনের জাহেলি মহল থেকে। আর জিহাদি অঙ্গনে অধিকাংশ বিবাদ-বিচ্ছেদের মূলে ছিলো, পথভ্রষ্টকারী শায়েখদের হাতে বেড়ে উঠা অকৃতকার্য লোকেরা, যারা পূর্বে কোন একটা সময় তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছিলো।

কাজেই, বাস্তবতার গভীর থেকে সকল মুসলিম ভাইদের উদ্দেশ্যে আমরা বার্তা পৌঁছে দিতে চাই যে, আপনারা তাগুতি প্রতিষ্ঠানের ফকীহ আর পথভ্রষ্ট দায়ীদেরকে অনুসরণ করা থেকে নিবৃত্ত হোন এবং পবিত্রতা অর্জন করুন। কারণ সেই প্রাচীন কাল থেকে উম্মতের দেহটাকে তাদের অনিষ্টতা কুরে কুরে খাচ্ছে। দ্বীন নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে তাদের থেকে পালাতে হবে। যে শুরু থেকেই তাদের বিষ গ্রহণ না করে নিরাপদ থেকেছে, সে তো ঐ ব্যক্তির মতো নয় যে বিষক্রিয়ায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে লড়ছে -সে জানে না আসলে সুস্থ হয়ে ফিরবে নাকি এ বিষ তার শিরায়-শিরায় পৌঁছে তার দেহকে শেষ করে দিবে?!

এটা আমাদের সকল ভাইদের প্রতি নসিহা: আপনারা আপনাদের মানহাজের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। এর সজিবতা ও নির্মলতা ধরে রাখুন। যাতে কোন বিষাক্ত উৎস থেকে এতে অনুপ্রবেশ না ঘটে। এমনকি ওয়াজ-নসিহত গ্রহণ করা যাবে না তাদের কাছ থেকে, আকীদা-মানহাজ তো বহু দূর। কারণ, তাদের নসিহতসমূহ বিকৃতির বিষ-মিশ্রিত, গোমরাহিতে ভরা -যা অনেক সময় আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু কালো দাগের মতো অন্তরে একটা স্থায়ী প্রভাব ফেলে দেয়, দিন দিন এটি বড় হতে হতে বিরাট আকার ধারণ করে, তখন এটাকে নির্মূল করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এসব রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ করা সহজ। কাজেই আপনারা আপনাদের কলবকে হেফাজত করুন, নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবেন না, এমন উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দিবেন না, যা সহজে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, আর পারলেও তীরে পৌঁছায় আঘাতপ্রাপ্ত ও রক্তাক্ত অবস্থায়। আর কেমন আঘাত এটি? সরাসরি আক্বীদার উপর আঘাত!

যিনি শস্যদানা অঙ্কুরিত করেছেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেছেন সেই রবের কসম! যদি তুমি প্রাচ্যের কোন অনারবী মুহাজির মুজাহিদের উপদেশ শোন, দেখবে আরবি বলতে গিয়ে তার জবানে আটকে গেলেও কথাগুলো সত্যতা ও তাওহীদ দিয়ে পরিপূর্ণ। দুনিয়ার সকল তাগুতের ফকীহ ও জাহান্নামের দায়ীদের থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ। কারণ, দ্বীনের সুরক্ষায় তিনি কোন আপোষ করেন না, অথচ মানুষ এ বিষয়ে কতইনা উদাসীন!

নির্মল ও স্বচ্ছ ধারায় মুসলিম সন্তানদের নিকট দাওয়াত ও উপদেশ পৌঁছে দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রমাদানের ধারাবাহিক ঈমানি সিরিজটি প্রকাশিত হয়েছে। যার শিরোনাম ছিলো: মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ। বরকতময় রমাদান মাসব্যাপী দাওলাতুল ইসলামের মিডিয়া বিভাগ এর প্রচারণা চালিয়েছে। এতে শরীক ছিলেন বিভিন্ন উলায়াতের মুজাহিদ দায়ীগণ। যাদের মধ্যে প্রবীন, যুবক, আরবী, আজমী, মুহাজির, আনসার, এমনকি সৈন্য ও কমান্ডারগণও এতে শরীক হয়েছেন। তাদের সকলেই একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে সারিবদ্ধ হয়েছেন, তা হলো: মানুষের হিদায়াত, তাদেরকে হক্কের দিকে আহ্বান করা, নিকৃষ্ট দায়ী এবং তাগুতের ফকীহদের বিভ্রান্তি থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করা—যারা মানুষের দ্বীন দুনিয়া উভয়ই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই সিরিজের বিশেষত্ব ছিলো: ওহীর বাণী তথা কুরআন ও হাদিসের নুসূসকে সামনে রাখা এবং এগুলোকেই উপদেশের মূল উৎসে পরিণত করা। কারণ যাকে কুরআনের আয়াত আকর্ষণ করে, আর যাকে আকর্ষণ করে কবিতার লাইন -তারা কখনো সমান নয়। যে নববী পথনির্দেশের টানে আসে, আর যে আসে সমসাময়িক আবেগের টানে -তারাও কখনো সমান নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুক্ষ্ম পয়েন্ট, যা এখানে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়।

আবার আমরা আলোচনার মূলে চলে যাচ্ছি, যদিও পুরোটাই মূল। বাস্তব ঘটনাপ্রবাহও আজ দাওলাতুল ইসলামের অবস্থানের পক্ষে দলিল হিসেবে দাড়িয়েছে। যখন দাওলাতুল ইসলাম মুরতাদ আরবের সকল মুরতাদ শাসক ও বাহিনীগুলোকে তাকফীর করেছিলো, এবং বলেছিলো যে, এই সরকার ও বাহিনীগুলো সবাই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সমান অংশীদার, তারা সকলে সমান অপরাধী এবং সবাই ইহুদি-নাসারাদের সহযোগী ও মিত্র। কিন্তু এসব কথা মানুষের পছন্দ হয়নি, তারা তাদের সেই কৌটায় সংরক্ষিত চিরায়ত অভিযোগগুলোই ছুড়ে মারলো। অতঃপর গাযা যুদ্ধের শেষে আমরা দেখলাম তারা নিজেরাই কিছু কিছু আরব শাসক ও বাহিনীকে তাকফীর করা শুরু করেছে, যদিও তা হাইয়া আলাল হাওয়া (প্রবৃত্তির দিকে এসো) -এর প্ররোচনায়!

আর আজ যখন ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে, তখন মানুষের একটি বড় অংশ আরব দেশ ও এর বাহিনীর উপর ইরানি বিমান হামলাকে স্বাগত জানিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে—যেন এটি আল্লাহর রাস্তায় শরীয়ত সম্মত জিহাদ। আর হারিয়ে গেছে সেসব কণ্ঠস্বর যেগুলো দাওলাতুল ইসলামের প্রতিটি আক্রমণে, এমনকি মুরতাদ বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে কোন ফতোয়া দিলেও নিন্দা ও তিরস্কারের ঝড় বইয়ে দিত, আর উম্মাহকে বিভক্ত করা, উম্মাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা, যুদ্ধের কম্পাস ঘুরিয়ে দেয়া... ইত্যাদি নানা মিথ্যা সকল অপবাদ আরোপ করতো। আজ তারাই ইরানি হামলাকে স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। বরং কিছু কিছু "দরবেশ" তো ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের প্রশংসা করতে করতে এও বলে ফেলেছে যে এগুলোই নাকি ইহুদি-ক্রুসেডারদের আক্রমণ থেকে এই উম্মাহকে রক্ষা করছে! ভাবুন এবার..

এভাবেই ঘটনাপ্রবাহ একের পর এক আছড়ে পড়ছে। এবং প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর অনুগ্রহে দাওলাতুল ইসলামের মানহাজ, আকিদা, জিহাদ সবই হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর বিভিন্ন জাহেলি শিবির ও তার দল-উপদলগুলোর যেটাকে যে শ্রেণিতে ফেলেছে এবং যার জন্য যে বিশেষণ নির্ধারণ করেছে তা একেবারে হাকিকতের কলিজা ভেদ করে হুবহু সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে আরও অনেক কিছু অপেক্ষা করছে। পরিশেষে, আমরা কথা ও কাজে আল্লাহর নিকট সঠিকতা কামনা করি।

রমাদানের ঘাঁটি ধ্বংসের অভিযান

একাধিক সমন্বিত হামলায় কয়েক ডজন নাইজেরিয়ান সৈন্য হতাহত, ৫৫ টিরও বেশি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ

"কনডুগা" ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার, হামলার সময় যাকে মুজাহিদগণ হত্যা করেন

নাবা উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকা

রমাদানের ঘাঁটি ধ্বংসের অভিযানের অংশ হিসেবে খিলাফাহর সৈনিকদের পরিচালিত সমন্বিত এবং যুগপত আক্রমণের শিকার হয়ে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনী অগ্নিগর্ভ একটি সপ্তাহ পার করলো। টানা কয়েক দিন ধরে বোর্নো এবং ইয়োবে অঞ্চলের সেনা ক্যাম্পগুলিকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল এই আক্রমণগুলি। যার ফলে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে, যার সংখ্যা কয়েক ডজনে পৌঁছেছে, এর মধ্যে বেশ কিছু অফিসারও রয়েছে। এসব হামলায় পাঁচটি শিবির পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ২৭টি সাঁজোয়া যান সহ ৫৫ টিরও বেশি যানবাহন ধ্বংস করা হয়েছে। মুজাহিদগণ ১১টি ফোর-হুইল ড্রাইভ, ৮০টিরও বেশি মোটরসাইকেল এবং কয়েক ডজন অ্যাসল্ট রাইফেল এবং বিভিন্ন মেশিনগান গনীমাহ লাভ করেন। হামলাগুলোর মধ্যে একটি ইস্তিশহাদি গাড়ি বোমা হামলা ছিল, যা একটি সেনা অবস্থানে আঘাত করে সৈন্যদেরকে লাশগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়, তাদের যানবাহন ধ্বংস করে। এবং সেনাবাহিনীকে হতাশা এবং ব্যর্থতায় লেজ গুটিয়ে পিছিয়ে আসতে বাধ্য করে।

"কনডুগায়" একজন অফিসার সহ ৭জন নিহত এবং ১৩টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ

বিস্তারিত, মহান আল্লাহর তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ বৃহস্পতিবার রাতে (১৬ রমাদান) বোর্নো অঞ্চলের কনডুগা শহরের ভেতরে একটি বড় ধরনের আক্রমণ শুরু করেন। এই আক্রমণে নাইজেরিয়ার একটি সেনা ঘাঁটি এবং ব্যারাক, সেইসাথে শহরের এক মিলিশিয়া নেতার বাড়ি টার্গেট করা হয়েছিল।

মুজাহিদগণ ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে একজন অফিসার সহ কমপক্ষে তিনজনকে হত্যা করেন এবং আরো বেশ ক'জনকে আহত করেন। তাঁরা ক্যাম্পের ব্যারাকসমূহে অগ্নিসংযোগ করেন এবং ১১টি বিভিন্ন যানবাহন, ৯টি মোটরসাইকেল এবং একটি বৃহৎ খ্রিস্টান গির্জা পুড়িয়ে দেন। তাছাড়া ৪টি ফোর-হুইল ড্রাইভ, ৬৮টি মোটরসাইকেল এবং দুটি রাইফেলও গনীমাহ লাভ করেন।

মুজাহিদগণ ক্যাম্প থেকে তিন কিলোমিটার দূরে আরেকটি ব্যারাকে আক্রমণ করেন। অতঃপর শত্রুরা পালিয়ে যায় এবং মুজাহিদগণ ভিতরে থাকা একটি ট্যাঙ্ক সহ ব্যারাকটি পুড়িয়ে দেন। এবং মুরতাদ পুলিশের ৪ সদস্যকে হত্যা করেন, যারা ব্যারাকটির নিকটে অবস্থান করছিলো। এ হামলায় মুজাহিদগণ একটি ভারী মেশিনগান এবং ৩টি মোটরসাইকেল গনীমাহ লাভ করেন। এদিকে তাঁরা একই শহরে মিলিশিয়া নেতার বাড়িতেও অভিযান চালান এবং সে নেতা পালিয়ে যাওয়ার পর তার গাড়ি পুড়িয়ে দেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ছত্রভঙ্গকারী আক্রমণ ও সরবরাহ বিচ্ছিন্নকরণ

কনডুগায় আক্রমণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা: **এক্সক্লুসিভ** একটি সূত্র নাবা'কে জানিয়েছে যে, শত্রুদের মনোযোগ বিভ্রান্ত করতে এবং তাদের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার জন্য মুজাহিদগণ শহরের বাইরে বিভিন্ন স্থানে একযোগে আক্রমণ শুরু করেন। সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে, মুজাহিদগণ নিকটবর্তী "ডালোরি" শহরে একটি সেনা অবস্থান আক্রমণ করার জন্য একটি দল পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু মুজাহিদগণ আসার আগেই সৈন্যরা পালিয়ে যায়, অতঃপর মুজাহিদগণ এটি পুড়িয়ে দেন। তারা আরও একটি দলকে "কাউরি" ক্যাম্পে পাঠান, যেখানে তারা বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করে রক্ষীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং তাদের একটি সাঁজোয়া যান বিকল করে দেন। অতঃপর তারা নিরাপদে তাদের অবস্থানে ফিরে আসেন, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

"মাইনোক" ঘাঁটিতে ৩ জন নিহত এবং ৭টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ

সেই রাতেই, মুজাহিদগণ বোর্নো অঞ্চলের "মাইনোক" শহরে নাইজেরিয়ান সেনা ঘাঁটি আক্রমণ করে কমপক্ষে তিনজন সৈন্যকে হত্যা করেন এবং আরও অনেককে আহত করেন। তারা সাতটি গাড়ি সহ ব্যারাকসমূহ পুড়িয়ে দেন এবং দশটি রাইফেল, চারটি ভারী ও মাঝারি মেশিনগান, দুটি রকেট লঞ্চার এবং দুটি মর্টার গনীমাহ লাভ করেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

মর্টার হামলায় শত্রুদের ব্যস্ত রাখা

এক্সক্লুসিভ মাইনোক আক্রমণের প্রেক্ষাপটে, একটি সূত্র নাবা'কে জানিয়েছে যে, হামলার সময় সহায়তাকারী দল বোর্নো অঞ্চলের "বানি শেক" শহরের নাইজেরিয়ান সেনা ক্যাম্পে পাঁচটি মর্টার রাউন্ড গুলি ছুঁড়েছেন, যার ফলে ক্যাম্পে আগুন ধরে যায়। একই সাথে, তারা "মাইদুগুরি"র ক্যাম্প -33 এ আরও তিনটি মর্টার রাউন্ড গুলি ছুঁড়েছেন, যার উদ্দেশ্য ছিলো শত্রুদের মনোযোগ বিভ্রান্ত করা এবং আক্রমণের মুখে থাকা "মাইনোক" ক্যাম্পে সাহায্য প্রেরণের পথে শত্রুকে বাধাগ্রস্ত করা।

"জাকানা" ঘাঁটিতে ৩জন নিহত এবং ১৩টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ

একই রাতে একই ধরণের আক্রমণে, মুজাহিদগণ বোর্নো অঞ্চলের জাকানা শহরে একটি নাইজেরিয়ান সেনা ঘাঁটিতে হামলা চালান। সেখানে ৩ জন সৈন্যকে হত্যা করেন এবং ১৩টি গাড়ি এবং ৪টি মোটরসাইকেল সহ ক্যাম্পের ব্যারাকগুলো পুড়িয়ে দেন। মুজাহিদগণ ৩২টি রাইফেল, ৫টি ভারী ও মাঝারি মেশিনগান এবং ৩টি মোটরসাইকেলও গনীমাহ লাভ করেন। এদিকে তারা সেনাবাহিনীর সহায়তার জন্য আগত একটি টহল দলের সাথেও সংঘর্ষ করেন এবং তাদের ওপর একটি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটান। ফলে তাদের দুটি সাঁজোয়া যান বিকল হয় এবং ভেতরে থাকা ব্যক্তিরা আহত হয়, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

"মার্তি"তে ১০ জন নিহত এবং ১১টি সামরিক যানবাহন হারিয়েছে সেনাবাহিনী

বৃহস্পতিবার রাতের রক্তাক্ত হামলার চতুর্থ ঘটনায়, মুজাহিদগণ বোর্নো অঞ্চলের কেন্দ্রীয় "মার্তি" ঘাঁটিতে আক্রমণ করেন। নাবা'র প্রাপ্ত নতুন পরিসংখ্যান অনুসারে, প্রায় এক ঘন্টা ধরে তীব্র সংঘর্ষ হয়, যার ফলে কমপক্ষে ১০ জন সৈন্য নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়। এই হামলার ২টি ফোর-হুইল ড্রাইভ বিকল করা হয়, ২টি সাঁজোয়া যান পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং রকেট-চালিত গ্রেনেডে আরও দুটি সাঁজোয়া যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর মুজাহিদগণ ৫টি ফোর-হুইল গাড়ি, ১০টি রাইফেল, ১০টি ভারী ও মাঝারি মেশিনগান, ২টি রকেট লঞ্চার, ১টি মর্টার এবং ১টি গ্রেনেড লঞ্চার গনীমাহ লাভ করেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

সূত্রটি নাবা'কে আরও জানিয়েছে যে, আক্রমণের সময় মুজাহিদগণ "দিকওয়া" শহর থেকে আসা **এক্সক্লুসিভ** একটি সহায়তা টহলকে লক্ষ্য করে দুটি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটান। এর ফলে একটি ফোর-হুইল ড্রাইভ ধ্বংস হয় এবং আরেকটি গাড়ি বিকল হয়। আর ভিতরে থাকা ব্যক্তিরা হতাহত হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

"সাম্বিসায়" ইস্তিশহাদি হামলায় ৩০ জন হতাহত

বৃহস্পতিবারের রক্তক্ষয়ী হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই জুমাবার (১৭ রমাদান) সকালে মুজাহিদগণ এক ভয়াবহ ইস্তিশহাদি হামলা পরিচালনা করেন। শাহাদাতের ঘোরসওয়ার ভাই আবু হাফসা আল-আনসারী (তাকাব্বালাহুল্লাহ) বোর্নো অঞ্চলের "সাম্বিসা" বনের "নাজিমা" গ্রামের কাছে মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর একটি অবস্থানের দিকে রওনা হন। সাথে ছিল সহায়তাকারী ইউনিটসমূহের কভার ফায়ারিং, যার ফলে তিনি সফলভাবে তার লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছাতে সক্ষম হন, যেখানে তিনি তার গাড়ি বোমার বিস্ফোরণ ঘটান।

এর ফলে প্রায় ৩০ জন সৈন্য হতাহত হয় এবং প্রায় ৫টি যানবাহন এবং সাঁজোয়া যান ধ্বংস ও বিকল হয়। আক্রমণের ভয়াবহতায় শত্রুরা তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত যানবাহন এবং সাঁজোয়া যান ফেলে পিছু হটতে বাধ্য হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

"সাম্বিসা" বনে শত্রুর অবস্থানে আক্রমণকারী ভাই আবু হাফসা আল-আনসারী

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলি বোমা হামলার স্থান থেকে ফাঁস হওয়া একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, প্রচুর মৃত দেহ ও আহতরা মাটিতে পড়ে আছে, আর কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা নিচ্ছে।

"গোনিরি" ক্যাম্পে ৪ জন নিহত এবং ৬টি গাড়ি ধ্বংস

বৃহস্পতিবারের রক্তাক্ত রাতের মতো, রবিবার রাতে (১৯ রমাদান) আরও তিনটি নাইজেরিয়ান ক্যাম্প লক্ষ্য করে পরপর তিনটি আক্রমণ হয়েছে, যার ফলে আরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। খিলাফাহর সৈনিকগন ইয়োবি অঞ্চলের "গোনিরি" শহরে মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর একটি বৃহৎ ক্যাম্পে বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করে আক্রমণ করেছেন। এতে কমপক্ষে ৪ সেনা নিহত, আরও অনেকে আহত হয়েছে, এবং সাঁজোয়া যান সহ ছয়টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। মুজাহিদগণ ২টি ফোর হুইল গাড়ি, ৫টি রাইফেল, ১টি ভারী মেশিনগান, ১টি রকেট লঞ্চার এবং বিভিন্ন ধরণের গোলাবারুদ গনীমাহ লাভ করেছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

"কুকাওয়া"তে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাসহ ৫জন নিহত এবং ১৩টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ

একই রাতে, মুজাহিদগণ বোর্নো অঞ্চলের "কুকাওয়া" শহরে মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্পে আক্রমণ করেন। তারা সফলভাবে ক্যাম্পে অনুপ্রবেশ করেন এবং প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ করে শত্রুদের হতবাক করে দেন। যার ফলে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাসহ কমপক্ষে ৫ জন নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। মুজাহিদগণ ক্যাম্পটি দখল করে ১৩টি গাড়ি এবং দশটি মোটরসাইকেল সহ ক্যাম্পের ব্যারাকগুলো পুড়িয়ে দেন। তারা আরও তিনটি মোটরসাইকেল এবং একটি রাইফেলও গনীমাহ লাভ করেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

"দালওয়া"য় সেনা ক্যাম্প এবং সেনা সহযোগীদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ

একই রাতে, বোর্নো অঞ্চলের "দালওয়া" শহরে মুজাহিদগণ নাইজেরিয়ান সেনা ক্যাম্পে আক্রমণ করেন। অতঃপর শত্রুরা পালিয়ে যায় এবং মুজাহিদগণ ক্যাম্পের ব্যারাকসমূহ পুড়িয়ে দেন এবং ৪ টি মোটরসাইকেল গনীমাহ লাভ করেন।

এক্সক্লুসিভ একটি সূত্র "নাবা"কে জানিয়েছে যে, মুজাহিদগণ শহরে প্রবেশ করে মিলিশিয়া সদস্য এবং মুরতাদ সেনাবাহিনীর অনুগতদের প্রায় ১০০টি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন। সূত্রটি ইঙ্গিত দেয় যে, মুজাহিদগণ পূর্বে শহরের বাসিন্দাদের মুরতাদ সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। আক্রমণের সময়, মুজাহিদগণ একজন মিলিশিয়া সদস্যকে হত্যা করেন এবং নিরাপদে তাদের অবস্থানে ফিরে আসেন, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

নথিভুক্ত আক্রমণ এবং বৃহত্তর ক্ষয়ক্ষতি

মিডিয়া সেক্টরে, আমাক নিউজ এজেন্সি কোন্ডুগা, জাকানা, মায়নোক, মার্তি, কুকাওয়া এবং গুনেরির ক্যাম্পগুলিতে একযোগে আক্রমণের ছবি এবং ভিডিও সম্বলিত কিছু ফলাফল প্রকাশ করেছে।

এক্সক্লুসিভ এই বিষয়ে, উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ময়দানের একটি সূত্র "নাবা"কে জানিয়েছে যে, সাম্প্রতিক আক্রমণে শত্রুর হতাহতের সংখ্যা যুদ্ধের সময় মুজাহিদগণ তাদের ক্যামেরা দিয়ে যা রেকর্ড করতে পেরেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি।

সূত্রটি ব্যাখ্যা করেছে যে, শত্রুর ক্যাম্পগুলি কেবল কিছু অবস্থান ও ব্যারাকের সমষ্টি নয়। বরং এগুলো একেকটি "বৃহৎ সামরিক ঘাঁটি" যেখানে রয়েছে বহু গাছপালা, পরিখা, গর্ত এবং পাহাড়পর্বত সহ বিস্তীর্ণ ভূমি। যার ফলে যুদ্ধে নিহত সকলের গণনা এবং নথিভুক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, আহতদের সংখ্যা তো দূরের কথা। সূত্রটি ইঙ্গিত দিয়েছে যে, মুজাহিদগণ সাধারণত সেই সংখ্যাটাই প্রকাশ করেন যা মিডিয়া কর্মীদের ক্যামেরায় নথিভুক্ত হয় অথবা মুজাহিদগণ নিজেরা যা প্রত্যক্ষ করেন। তাছাড়া শত্রুপক্ষের হাসপাতাল এবং কেন্দ্রগুলির নিকটবর্তী সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেও তারা নিয়মিতভাবে মৃতের সংখ্যা আপডেট করে থাকেন।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে, এবারের আক্রমণের ঢেউয়ে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর ভারী ক্ষয়ক্ষতির কারণে তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের কিছু অফিসার এবং সৈন্য নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। আর যে ক্ষয়ক্ষতি তারা গোপন করছে তা আরও বেশি, সবই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ।

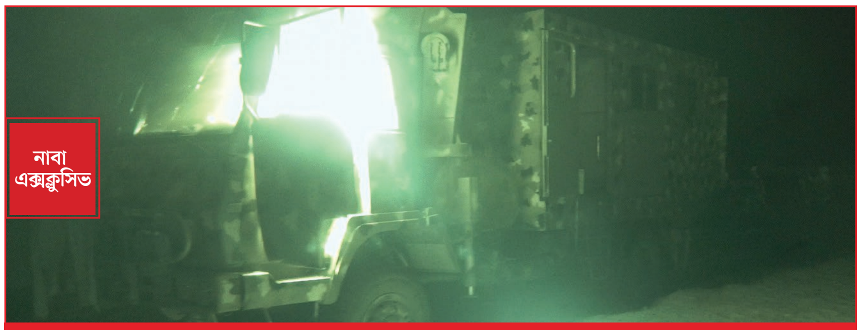

বোর্নো অঞ্চলের "কুকাওয়া" ক্যাম্পে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর গাড়িতে অগ্নিসংযোগ

মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ

দাওয়াহ ফ্রন্টে, উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকার মিডিয়া অফিস রমাদানের ঈমানি সিরিজ "মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ ও ও উপদেশ" এর অংশ হিসেবে তিনটি নতুন ভিডিও প্রকাশ করেছে। প্রথম ভিডিওটিতে আল্লাহর ভয়, এর উপায় ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভিডিওটিতে রমাদানের শেষ দশ রাত, লাইলাতুল কদরের ফজিলত, লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা এবং এই রাতে ইবাদতের জন্য কোমর বেঁধে নামার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আর তৃতীয় ভিডিওটিতে মিথ্যা বলার ভয়াবহতা এবং ইহকাল ও পরকালে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকায় মুজাহিদগণ প্রায় ১২টি আক্রমণ চালিয়েছেন। এতে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনী এবং এর মিলিশিয়াদের ৮ সদস্যকে হত্যা করেছেন, যার মধ্যে একজন অফিসারও ছিল। তারা একটি ক্যাম্প এবং দশটি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন এবং একটি গাড়ি গনীমাহ লাভ করেছেন। এদিকে তারা নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর ৬ সদস্যকে হত্যা করেছেন এবং তাদের একটি গাড়ি ধ্বংস করেছেন। এছাড়াও, তারা নাইজেরিয়া এবং নাইজারে বিভিন্ন হামলায় ২৭ জন হারবি খ্রিস্টানকে হত্যা করেছেন এবং তাদের ১০টি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন।

পূর্ব কঙ্গোতে দুই হারবি খ্রিষ্টানকে হত্যা

নাবা | উলায়াত মধ্য আফ্রিকা

এই সপ্তাহে, খিলাফাহর সৈনিকগণ পূর্ব **কঙ্গোতে দুই হারবি খ্রিষ্টানকে হত্যা করেছেন।**

বিস্তারিত: আল্লাহ তায়া'লার তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ (মঙ্গলবার ২১ রমাদান) ইতুরি অঞ্চলের "মাইওয়ানো" গ্রাম থেকে দুই হারবি খ্রিষ্টানকে বন্দী করেন। অতঃপর তাদেরকে জবাই করে হত্যা করেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।

নাইজারের পশ্চিমে মুজাহিদদের একটি নতুন এ্যাম্বুশে মুরতাদ নাইজার বাহিনীর ৯ সদস্য নিহত

নাবা উলায়াত সাহেল

এই সপ্তাহে উলায়াত সাহেলের খিলাফাহর সৈনিকগণ মুরতাদ নাইজার বাহিনীর কমপক্ষে নয়জনকে হত্যা করেছেন, আরও কয়েকজনকে আহত করেছেন এবং কয়েকটি গাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছেন। এসব ঘটেছে পশ্চিম নাইজারের "তিলাবেরি" অঞ্চলে একটি নতুন এ্যাম্বুশের মাধ্যমে।

নিহত ৯ এবং একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ

বিস্তারিত: আল্লাহ তায়া'লার তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ (জুমাবার ১৭ রমাদান) একটি নিখুঁত এ্যাম্বুশ স্থাপন করেন, যার টার্গেট ছিলো মুরতাদ নাইজার বাহিনীর একটি টহলদল। এ্যাম্বুশটি স্থাপন করা হয় (আইয়ুরো-তিলাবেরি) মহাসড়কে "দিসা" গ্রামের নিকটে। মুজাহিদগন বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাদের আক্রমণ করেন। ফলে কমপক্ষে নয়জন নিহত হয়, বাকিরা আহত হয় ও পালিয়ে যায়।

অতপর মুজাহিদগণ একটি ফোর হুইল ড্রাইভ জ্বালিয়ে দেন, সাথে আরও পাঁচটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেশকিছু বন্দুক ও গোলাবারুদ গনীমাহলব্ধ হয়। মিডিয়া অফিস এ্যাম্বুশের ফলাফলের কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছে। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

কলবের কঠোরতা

দাওয়াহ সেক্টরে, উলায়াত সাহেলের মিডিয়া অফিস একটি শর্ট ভিডিও প্রকাশ করেছে। যা রমাদানের ঈমানী সিরিজ "মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ" এর ধারাবাহিক পর্ব। ভিডিওটির বিষয়বস্তু হলো: কলবের কঠোরতা, এর কারণ, এই রোগ থেকে সতর্কতা ও এর চিকিৎসা পদ্ধতি।

গত সপ্তাহে

উলায়াত সাহেলের খিলাফাহর সৈনিকগণ গত সপ্তাহে মুরতাদ নাইজার সরকারের সহযোগী মিলিশিয়ার ২৩ জনকে হত্যা করেছেন এবং কমপক্ষে ৮ জনকে আহত করেছেন। তাছাড়া মুরতাদ পুলিশের ৫ সদস্যকে হত্যা করে তাদের অস্ত্র গনীমাহ লাভ করেছেন। "তিলাবেরি" অঞ্চলে তিনটি পৃথক আক্রমনে এসব ঘটেছে।

হালাবে মুজাহিদগণের দুইটি পৃথক আক্রমনে আন্তর্জাতিক জোটের অন্তর্ভুক্ত "বিগ্রেড ৯০" এর ৩ সদস্য নিহত

নাবা উলায়াত শাম - হালাব

এ সপ্তাহে আন্তর্জাতিক ক্রুসেড জোটের অন্তর্ভুক্ত সিরিয়ান সেনাবাহিনীর তিনজন নিহত হয়েছে। যা ঘটেছে হালাবের গ্রামাঞ্চলে খিলাফাহর সৈনিকদের দুটি পৃথক আক্রমনে।

সিরিয়ান সেনাবাহিনীর দুই সদস্য নিহত

বিস্তারিত: আল্লাহ তায়া'লা র তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ (জুমাবার ১৭ রমাদান) সিরিয়ান সেনাবাহিনীর দুই সদস্যকে "আ'বাদ" গ্রামের নিকটে (হালাব-আলবাব) সড়কে মেশিনগান দ্বারা আক্রমণ করেন, ফলে তারা নিহত হয়। অতঃপর মুজাহিদগণ নিজেদের অবস্থানে নিরাপদে ফিরে আসেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

সেনাবাহিনীর আরেকজন নিহত

একইভাবে, খিলাফাহর সৈনিকগণ একই দিনে সিরিয়ান সেনাবাহিনীর আরেক সদস্যকে "সাহারা" গ্রামের নিকটে মেশিনগান দিয়ে আক্রমণ করেন ফলে সে নিহত হয়। অতঃপর মুজাহিদগণ নিজেদের অবস্থানে নিরাপদে ফিরে আসেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।

গত সপ্তাহে

গত সপ্তাহে উলায়াত শামের খিলাফাহর সৈনিকগণ মুরতাদ সিরিয়ান সরকারের এক সদস্যকে হত্যা করেন। এ আক্রমণের ধরনটি ছিলো ঠিক হালাবের গ্রামাঞ্চলের আক্রমণের মতো।

হালাব-আলবাব সড়কে সিরিয়ান সেনাবাহিনীর নিহত দুই সদস্য

উত্তর-পূর্ব সোমালিয়ায় বিস্ফোরণে পুন্টল্যান্ড বাহিনীর একটি গাড়ি বিকল

নাবা উলায়াত সোমাল

খিলাফাহর সৈনিকগণ উত্তর-পূর্ব সোমালে একটি বিস্ফোরণে পুন্টল্যান্ড বাহিনীর একটি গাড়ি অকেজো করে দিয়েছেন।

বিস্তারিত: আল্লাহ তায়া'লার তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ (বুধবার ১৫ রমাদান) মুরতাদ পুন্টল্যান্ড বাহিনীর ছোট একটি সামরিক ট্রাককে লক্ষ্য করে আইইডির বিস্ফোরণ ঘটান। যা ঘটেছে "তাসান" গ্রামের নিকটে "জাঈল" উপত্যকায়। ফলে ট্রাকটি বিকল হয়ে যায়, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

দক্ষিণ আল-বারাকায় একটি নিরাপত্তা অভিযানে এক "পিকেকে" সদস্যকে বন্দী পূর্বক হত্যা

নাবা উলায়াত শাম - আল বারাকাহ

উলায়াত শামের খিলাফাহর সৈনিকগণ এ সপ্তাহে দক্ষিণ আল-বারাকায় একটি নিরাপত্তা অভিযানে এক "পিকেকে" সদস্যকে হত্যা করেন।

"আসায়িশ" এর এক সদস্য

এক্সক্লুসিভ

বিস্তারিত, একটি বিশেষ সূত্র নাবাকে জানিয়েছে, খিলাফাহর সৈনিকগণ (মঙ্গলবার ২১ রমাদান) মুরতাদ PKK-এর এক সদস্যকে "দাশিশা" শহরে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেন। যাকে পূর্বে বন্দী করা হয়েছিল এবং এক সপ্তাহেরও অধিক সময় ধরে তার ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হয়।

সূত্রটি আরও জানায়, তদন্তের সময় সে মিলিশিয়ার অনুগত 'আসায়িশ' সংগঠনের হয়ে কাজ করার কথা এবং নিরাপত্তা ইউনিটসমূহের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে সে কয়েকজন মুজাহিদের বন্দী হওয়ার পেছনে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। অবশেষে সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।

লুফে নাও রমাদানের শেষ দশক

এই তো, আমাদের সম্মানিত অতিথি রমাদান এখন তার আসবাবপত্র গুছিয়ে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার সঙ্গে কাটানো এই কয়েকটা দিনে আমরা ভীষণ আনন্দিত হয়েছি— আহ, দিনগুলো যেন খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল। মুমিনদের হৃদয় তার বিদায়ের নৈকট্যে বিষণ্ণ। তাদের জিহ্বা দুআয় নিবেদিত, যেন রমাদানের সাথে পুনরায় মিলিত হতে পারে বহুবার, বারবার এই আকাঙ্ক্ষায়। এই বিদায়ী অতিথি কিন্তু এখনও আমাদের আতিথেয়তায় আছে, তবে মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য—যেই দিনগুলো কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ। শেষের এই দিনগুলোতে রমাদান তার সাথে আনা সবচেয়ে মূল্যবান ধন-ভান্ডার ঢেলে দেয়, আর তা হলো শেষ দশক। যা এক অমূল্য সুযোগ আমলের ঘাটতিগুলো পূরণ করার এবং মুজতাহিদের (অবিরাম প্রচেষ্টাকারী) জন্যও সুযোগ তার ইবাদাত আরও বাড়িয়ে দেওয়ার। আর 'আমলের ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার শেষ অবস্থার উপর।

ওহে যে আমলে ঘাটতি করে ফেলেছো, এখনই ছুটে আস!

হে আমার মুসলিম ভাই, আসো একটু মনে করে দেখি। এইতো কয়েকদিন আগে আমরা একে অপরকে অভিনন্দন ও সুসংবাদ জানাচ্ছিলাম—কল্যাণের মাস রমাদান এসেছে! একে অপরকে উপদেশ দিচ্ছিলাম: ভালো করে স্বাগত জানাও, প্রতিটা দিন কাজে লাগাও, প্রতিটা মুহূর্ত গনীমত মনে করো, এক মুহূর্তও নষ্ট করো না, কারণ রমাদানের চাঁদ তো খুব তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর আজ? আমরা তার বিদায়ের গতি ও নৈকট্য দেখে কষ্ট পাচ্ছি। ধন্য সেই, যে এই মাসের গনীমত লুফে নিয়েছে, তার প্রতিটা মুহূর্ত ইবাদত আর আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের প্রচেষ্টায় ভরিয়ে দিয়েছে। আর হতভাগ্য সেই, যে এই মাসকে হাতছাড়া করেছে, দিনগুলোকে অবহেলা আর বাজে কাজে নষ্ট করে দিয়েছে।

তবুও, আল্লাহর অনুগ্রহ তো অসীম, রহমত তো অফুরন্ত! তিনি বান্দার তওবা কবুল করেন, গুনাহ মাফ করে দেন। সুতরাং ওহে যে রমাদানের বিগত দিনগুলোতে ঘাটতি করেছো, অন্যায় করেছো, এখনও সুযোগ আছে! যা নষ্ট হয়েছে তা ঠিক করে নেওয়ার, যা হারিয়েছো তা পূরণ করার। কারন, রমাদানের অবশিষ্ট দিনগুলোই তার সবচেয়ে দামি অংশ, তার সার ও ফল।

আর আল্লাহ তো সামান্য নেক আমলের বিনিময়ে অনেক বড় প্রতিদান দেন—যদি তিনি দেখেন বান্দার সত্যিকারের নিষ্ঠা আছে। যদি তিনি দেখেন বান্দা তার কমতি ও সীমালঙ্ঘনের জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত—তাহলে তিনি তার হাত ধরে জান্নাতের দিকে নিয়ে যান। আল্লাহ বলেছেন: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ আর আল্লাহ চান তোমাদের তওবা কবুল করতে। তাই বান্দা যতই কমতি করুক, যদি অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে, তওবা করে—আল্লাহ তার তওবায় খুশি হন, তাঁর অনুগ্রহে সব কমতি মাফ করে দেন।

শয়তানকে ধমকাও, এর ছলনা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। কারণ শয়তান বান্দাকে রবের ইবাদাতে বাঁধা দেয়, তাঁর রহমত থেকে নিরাশ করে এবং রবের দিকে ফিরে যেতে বাধা দেয়। মুসলিমের উচিৎ হলো নিয়তকে নবায়ন করা যে—বাকি দিনগুলো ঠিক করব, অতীতের জন্য তওবা করব। কারণ, সত্যিকার অনুতাপের এক ফোঁটা চোখের পানি বান্দার সব কমতি পূরণ করে দিতে পারে এবং তাকে নিয়ে যেতে পারে কাফেলার অগ্রভাগে। আর আল্লাহর অনুগ্রহ কতইনা অসীম, তিনি চাইলে তো কোন বান্দাকে রমাদানের শেষ রাতেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারেন। তাই আল্লাহকে দেখাও তোমার সত্যিকার নিষ্ঠা, তওবা, ইখলাস, রবের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং হারানো সময়ের জন্য অনুতাপ। আল্লাহর দিকে ছুটে যাও এই বরকতময় দিনগুলোতে। এই তো সেই সময় যখন সওয়াব ও নেকি বহুগুনে বাড়ানো হয়, গুনাহ ও পাপাচার মুছে দেওয়া হয়। যে এখানে পিছিয়ে পড়ল, সে আর কখন ধরবে? এই বসন্তে যার ফুল ফুটলো না, তা আর কখন ফুটবে?

এ রাতগুলো অন্য রাতের মতো নয়

মুসলিম ভাই আমার, রমাদানের শেষ দশ রাতগুলো সাধারণ রাতের মতো নয়। আলেমগণ একবাক্যে বলেছেন, এ রাতগুলোর চেয়ে উত্তম রাত আর হতে পারে না। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে লাইলাতুল কদর—যে রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। যে এই রাত পেল, আর তাতে ইবাদত করার তৌফিক পেল—তার জন্য সেই এক রাতের ইবাদাত হাজার মাসের ইবাদাতের চেয়েও অনেক বেশি উত্তম। যেমন, আল্লাহ বলেছেন:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

" কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।" ভেবে দেখো, তিনি বলেননি হাজার মাসের মতো বরং বলেছেন আরও উত্তম, আরও মহিমান্বিত। আমাদের হিসাবে হাজার মাস মানে ৮৩ বছরেরও বেশি সময় অর্থাৎ এই এক রাতে যদি তুমি আল্লাহর ইবাদাতে কাটাও, তাহলে সওয়াব এমন হবে যেন তুমি জীবনের প্রতিক্ষণে রাত-দিন শুধু ইবাদত করে গেছ, এমনকি তার চেয়েও বেশি! এটা উম্মতে মুহাম্মাদির উপর আল্লাহর অফুরন্ত রহমত। পূর্ববর্তী উম্মতদের আয়ু ছিল লম্বা, আমাদের আয়ু অল্প কিন্তু প্রতিদান হাজারগুন বেশি। আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে এমন আমল দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন যার প্রতিদান অনেক বেশি। এরই উদাহরণ লাইলাতুল কদর। যে রাত সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে লাইলাতুল কদরে ঈমান ও সওয়াবের আশায় কিয়াম করে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়।"

তিনি ﷺ আরও বলেছেন:

لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

"এ মাসে একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো; সে অবশ্য অবশ্যই প্রত্যেক কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত রইল।" নববী মানদণ্ডে হতভাগা সে নয় যে দুনিয়ার সব সুখ হারিয়েছে। বরং সত্যিকারের হতভাগা সেই—যে এমন এক রাত সম্পর্কে জানে যে রাতে গুনাহ মাফ হয়, সওয়াব বর্ষিত হয়, জাহান্নাম থেকে মুক্তি মিলে—তবুও সে সেই রাতকে হাতছাড়া করল, তার প্রতিটা মুহূর্ত নষ্ট করে দিল! আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাই এমন ক্ষতি ও এমন বঞ্চনা থেকে।

আসো, শেষকে সুন্দর করে তুলি

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন:

"أهل الاستقامة في نهاياتهم أشد اجتهادا منهم في بداياتهم"

"যারা সোজা পথে চলে, তারা শেষের দিকে শুরুর চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক ও কঠোর পরিশ্রম করে।" প্রতিযোগিতার মাঠে ঘোড়া যখন শেষের দিকে পৌঁছে, তখন সে বিজয়ী হওয়ার আগ পর্যন্ত সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটতে থাকে। আল্লাহ আমাদের রমাদানের শেষ দশক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। তাই আসো, শেষকে সুন্দর করে তুলি। আর অনুসরণ করি সর্বোত্তম মানুষ আমাদের নবী ﷺ-এর পথ। তিনি ﷺ এই রাতগুলোকে পুরোপুরি জাগ্রত রাখতেন সওয়াবের আশায় এবং লাইলাতুল কদরের তালাশে। উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা.) বলেছেন:

"كان النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- إذا دخل العشر شدّ مئزَرَهُ وأحيا ليله وأيقظ أهله".

"নবী ﷺ যখন শেষ দশ দশকে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিতেন, রাত জাগতেন এবং পরিবারকেও জাগিয়ে দিতেন।" তিনি তো সেই মহান ব্যক্তি—যাঁর উপর আমার রব দুরূদ ও সালাম বর্ষিত করেন এবং যাঁর অতীত-ভবিষ্যতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। তাই আসো, আমরাও তাঁকে অনুসরণ করি, তাঁর খাঁটি সাহাবী ও সালফে সালেহীনদের অনুসরণ করি।

কীভাবে এই রাতগুলো কাটাব?

মুসলিম ভাই আমার, এই বরকতময় রাতগুলো কাটাও দীর্ঘ কিয়াম করে, কুরআন তিলাওয়াত, বেশি বেশি ইস্তিগফার ও দু'আ করে। সাদাকা ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের মধ্যেও শরীক থাক। রমাদানের সারা মাস বরং সবসময়ই তো সাদাকার সওয়াব তো অনেক বড়—তাহলে যদি সেই সাদাকা লাইলাতুল কদরে পড়ে যায়, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম!

এই রাতগুলোতে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা চাওয়া সুন্নত।

যেমন উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত দু'আ:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

হে আল্লাহ, তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালোবাসো, তাই আমাকে ক্ষমা করো। [তিরমিযী]। প্রত্যেক মুসলিম এই চিন্তা সামনে রাখা উচিৎ যে, হয়তো এটাই তার শেষ রমাদান। ফলে প্রতিটা সেকেন্ড গনিমত মনে করবে, অবশিষ্ট দিনগুলোকে নষ্ট করবে না। অন্যথায় কবরবাসীদের মতো অনুশোচনা করতে হবে। যদি কবরবাসীরা কথা বলতে পারত, তাহলে চিৎকার করে বলত: "হায়! যদি আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হতো, তাহলে আমরা সৎকর্ম করতাম, হায়! যদি আমাদের জীবিতদের মতো সুযোগ থাকত।" কারণ তারা বাস্তবতার চোখে দুনিয়ার হাকিকত অবলোকন করেছে। আচ্ছা, মানুষ কেন এই ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল জীবনের জন্য এত পরিশ্রম করে, আর চিরস্থায়ী অমর জীবনের জন্য সামান্যই করে? আল্লাহর কসম, সেদিন কোনো আত্মীয় বা বন্ধু কাজে আসবে না। কবরে তোমার সঙ্গী হবে শুধু তোমার সৎ আমল। ভাই আমার, তোমার সৎ আমলই সেই একমাত্র সঙ্গী যে তোমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না, এমনকি যখন তোমার নেক আমলের সবচেয়ে বেশি দরকার হবে তখনও ছেড়ে যাবে না।

তাই অলসতা দূর করো, দৃঢ় সংকল্পের কাপড় বেঁধে নাও—কিয়াম, দু'আ, সব ধরনের নৈকট্য হাসিলের ইবাদাতে লেগে পড়ো, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই।

আর আপনি, হে আল্লাহর পথে ইসলামের সীমান্তের প্রহরী মুজাহিদ ভাই! এই সর্বোত্তম সময়ে এই মহান ইবাদাতের সুযোগ লাভের জন্য আপনাকে সুসংবাদ! আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত: তিনি রিবাতে ছিলেন। লোকেরা সৈকতে ছুটে গেল, পরে বলা হলো কোনো বিপদ নেই। সবাই ফিরে গেল, কিন্তু আবু হুরায়রা দাঁড়িয়েই রইলেন। একজন জিজ্ঞাসা করল: "কীসে তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, হে আবু হুরায়রা?" তিনি বললেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: 'আল্লাহর পথে এক ঘণ্টা দাঁড়ানো হাজরে আসওয়াদের কাছে লাইলাতুল কদরের কিয়ামের চেয়েও উত্তম।'" [ইবন হিব্বান] হে মুজাহিদ, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন যে, তিনি আপনাকে এই মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় রেখেছেন। আল্লাহর কাছে দৃঢ়তা, কবুলিয়ত আর হুসনুল খাতিমা (সুন্দর পরিণতি) চান। আর সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য।

আল খাইরে মুজাহিদগণের গুলিতে মুরতাদ সিরিয়ান পুলিশের এক সদস্য নিহত

নাবা উলায়াত শাম - আল খাইর

এ সপ্তাহে উলায়াত শামের খিলাফাহর সৈনিকগণ মুরতাদ সিরিয়ান সরকারের এক সদস্যকে আল খাইরের গ্রামাঞ্চলে একটি সশস্ত্র আক্রমনে হত্যা করেন।

বিস্তারিত: আল্লাহর তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ (রবিবার ১৯ রমাদান) মুরতাদ সিরিয়ান পুলিশের এক সদস্যকে "আস-সুবহা" শহরে মেশিনগান দিয়ে আক্রমণ করেন, ফলে সে নিহত হয়। অতঃপর মুজাহিদগণ নিজেদের অবস্থানে নিরাপদে ফিরে আসেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।

পশ্চিম পাকিস্তানে খিলাফাহর সৈনিকদের গুলিতে এক রাফেজি নিহত

নাবা উলায়াত পাকিস্তান

এ সপ্তাহে খিলাফাহর সৈনিকগণ পাকিস্তানে "হাজারা" সম্প্রদায়ের এক মুরতাদ রাফেজিকে হত্যা করেন। রাজধানী বেলুচিস্তানের "কোয়েটা"র একটি উপশহরে এ ঘটনা ঘটে।

বিস্তারিত: আল্লাহ তায়া'লার তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ (১৮ রামাদান শনিবার) এক মুরতাদ রাফেজিকে কোয়াটার "হাজারগাঞ্জি" এলাকায় পিস্তল দিয়ে আক্রমণ করেন, ফলে সে নিহত হয়। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

যাকাতুল ফিতর

তা এমন একটি সাদাকাহ, যা রামাদ্বানের শেষ দিন দিবাগত রাত থেকে ওয়াজিব হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ এক সা' খেজুর কিংবা এক সা' জব যাকাতুল ফিতর হিসেবে ওয়াজিব করেছেন, যা মুসলিম দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি, নারী ও পুরুষ এবং ছোট ও বড় সকলের ওপর ওয়াজিব। তিনি ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে মানুষ বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার আদেশ করছেন। (বুখারী)

হুকুম

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব। সে বড় কিংবা ছোট হোক, নারী কিংবা পুরুষ হোক, স্বাধীন কিংবা দাস হোক। অতএব পিতা তার সন্তান স্ত্রীর পক্ষ থেকে আদায় করবে আর মনিব তার দাস-দাসীর পক্ষ থেকে আদায় করবে।

কার উপর ওয়াজিব

এমন মুসলিমের উপর ওয়াজিব যে ঈদের রাত ও দিনে প্রয়োজ-নের অতিরিক্ত এক সা' পরিমাণ খাবারের মালিক।

হিকমাহ

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন রোজাদারকে অনর্থক কাজ কারবার থেকে পবিত্র করার জন্য মিসকিনদের এবং খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য।

পরিমাণ

প্রত্যেক মুসলিমের উপর যাকাতুল ফিতরের ওয়াজিব পরিমাণ হচ্ছে স্থানীয় খাবারের এক সা' পরিমাণ খাদ্য। যেমন: খেজুর, চাল, ডাল ও কিসমিস। আর এক সা'র পরিমাণ হলো চার মুদ্দ।

সময়

রামাদানের শেষ দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে ঈদের সালাতের পূর্ব পর্যন্ত। আদায় করার সবচেয়ে উত্তম সময় হলো, ঈদের দিন ফজরের পর থেকে ঈদের সালাতের পূর্ব পর্যন্ত। তবে এক দুই দিন পূর্বে দিয়ে দিলেও হয়ে যাবে।

মাসায়েল

যাকাতুল ফিতর কি মুদ্রা হিসেবে আদায় করা যাবে?

অধিকাংশ আলেমগণ বলেছেন, যাকাতুল ফিতর একমাত্র খাদ্য হিসেবেই আদায় করতে হবে; মুদ্রা হিসেবে আদায় করা জায়েজ নয়। এটাই নির্ভরযোগ্য মত। কারণ নবী ﷺ এই ও তার সাহাবিদের থেকে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি যে, তারা যাকাতুল ফিতর মুদ্রা হিসেবে আদায় করছেন।

কাকে যাকাতুল ফিতর দেয়া যাবে?

যাকাতুল ফিতর দেওয়া যাবে স্থানীয় গরীব ও মিসকিনদেরকে। তবে অধিক প্রয়োজনগ্রস্থ ও উপযুক্ত ব্যাক্তি প্রাধান্য পাবে।

সা' হলো একটি পরিমাণজ্ঞাপক শব্দ, এটি কোন ওজন বোঝায় না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ওজনের দিক দিয়ে একেক রকম হবে। নিচে গ্রামের কাছাকাছি হিসাবের ওজনের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের চাট দেয়া হলো, যাতে করে যাকাতের পরিমাণ হিসাব বোঝা যায়।

প্রকার	সা'এর ওজন
চাল (বড় দানা)	২৮০০ গ্রাম
চাল (ছোট দানা)	২৮০০ গ্রাম
খেজুরদানা	২৩০০ গ্রাম
বাদাম	২২০০ গ্রাম

প্রকার	সা'এর ওজন
খোসাওয়ালা গম	২৭০০ গ্রাম
যব	২৩০০ গ্রাম
আটা	২৩০০ গ্রাম
মটরশুঁটি	২৫০০ গ্রাম

প্রকার	সা'এর ওজন
ডাল	২৮০০ গ্রাম
লাল ডাল	২৮০০ গ্রাম
শিমের বিচি	২৮০০ গ্রাম
বুট	২৮০০ গ্রাম

প্রকার	সা'এর ওজন
খেজুর	২২০০ গ্রাম
কিশমিশ	২৮০০ গ্রাম
বড় পেস্তা	১৫০০ গ্রাম
ছোট পেস্তা	১৮৫০ গ্রাম

النبأ
নাবা ইনফোগ্রাফিক
রমাদান, ১৪৪৭ হি.